বাংলা ছন্দ : রূপ ও রীতি

স্নাতক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা
এম. এ., পি. এইচ. ডি, ডি. লিট.
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
কো-অর্ডিনেটর, ডি. এস. এ (বাংলা), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
কো-অর্ডিনেটর, করেসপন্ডেনস কোর্স, বাংলা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

ড. সান্ত্বনা চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন ০ ৬.

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

॥ লেখকের কথা ॥

'বাংলা ছন্দ : রূপ ও রীতি' বাংলা ছন্দের যথাযথ ও পরিপূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। কোনো মৌলিক গবেষণা বা কবিভাষ্য নয়। ছন্দ নিয়ে পণ্ডিতি গবেষণা করেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য, ডঃ নীলরতন সেন, ডঃ পবিত্র সরকার ও ডঃ রামবহাল তেওয়ারি প্রমুখ অধ্যাপকেরা। এবং সরস পর্যালোচনায় তৃপ্তি দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমার, বুদ্ধদেবের পর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও কবি অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য নতুন শিক্ষার্থী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং যা ছন্দে কবিতা লিখবেন, তাঁরা।

আমি নিয়মিত ছন্দ পড়িয়েছি সুদীর্ঘ চোদ্দোবছর, পড়িয়েছি দুটি কলেজে। এখনো নিয়মিত আলোচনা করছি বর্ধমানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন সাহিত্যচর্চাকেন্দ্র 'কবিতা সন্ধ্যা'র মাসিক অধিবেশনে। যেমন করে ক্লাশে পড়াই, ঠিক তেমনি করেই লিখেছি এ-গ্রন্থ; অনেক সাবধানে, অনেক ভেবেচিন্তে, নানা উদাহরণ দিয়ে ও বিশদ বিশ্লেষণ করে। যাতে নতুন শিক্ষার্থী পাঠ মাত্রেই বুঝতে পারে, আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়।

ছন্দ সম্পর্কে আমারও অনেক চিন্তা ও তর্কের বিষয় আছে। কিন্তু কোথাও সে সব বিতর্ক ও মৌলিক চিন্তা টেনে এনে নতুন শিক্ষার্থীকে বিঘ্নিত করিনি। কখনো সম্ভব হলে সে নিয়ে পৃথক বই করবো।

অত্যন্ত কম সময়ে এ গ্রন্থের অনেকগুলি মুদ্রণ সমাদরে গৃহীত হল। আমার কৃতবিদ্য যশস্বী প্রকাশক সন্দীপ নায়ক বর্তমান সংস্করণ আরো যত্ন ও শ্রমসেবায় প্রকাশ করলেন। প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক ত্রয়ী ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, ডঃ ঝর্ণা বর্মণ, শ্রী বিজন চক্রবর্তী এবং ডঃ সুব্রত চন্দ্র প্রমুখের সর্বতোমুখী সাহায্য আমার রচনাকে পুষ্ট করেছে। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর যারা শিশু হলেও সাহায্য করেছে সর্বাধিক আমার সেই দুই পুত্র সুমন্ত ও সুদীপ্তের কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর স্নেহপ্রীতি জানাই আমার নতুন শিক্ষার্থী, কৌতূহলী ও নবীন কবিতা লেখকদের যাঁরা নিরন্তর এ গ্রন্থকে বহন করছেন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

মিহির চৌধুরী কামিল্যা

॥ নিবেদন ॥

বাংলা ছন্দ : রূপ ও রীতি অধ্যাপক ৺ মিহির চৌধুরী কামিল্যার লেখা। ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ড. প্রবোধচন্দ্র সেন, ড. তারাপদ ভট্টাচার্য, ড. নীলরতন সেন, রামবহাল তেওয়ারী প্রমুখরা। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল, দিলীপকুমার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখেরা ছন্দ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ছন্দ সম্পর্কিত মিহির চৌধুরী কামিল্যার বইটি সম্পাদনার জন্য ড. মীনাক্ষী সিংহ (মীনাক্ষী দি) বারবার আমাকে তাগাদা দিচ্ছিলেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই, পুনশ্চের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়ককে, যার উদ্যোগ ছাড়া এই বইটি সম্পাদনা করা অসম্ভব ছিল।

সম্পাদনার কাজটি করতে গিয়ে ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য যে বই আমাকে সাহায্য করেছে সেটি হল প্রবোধচন্দ্র সেনের নূতন ছন্দ পরিক্রমা। এই বইটির কাছে আমি আমার ঋণ স্বীকার করি।

আমাদের এই বইটিতে ছন্দ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নানুযায়ী উত্তর করা হয়েছে। মূল বইটি পড়ার পর এক নজরে 'ছন্দ সম্পর্কিত কিছু তথ্য' দেওয়া অংশটি যদি ছাত্রছাত্রীরা একবার দেখে নেয়, তবে বাংলা ছন্দ সম্পর্কিত সমগ্র ধারণাটি তাদের দখলে থাকবে। সবশেষে বলি, এই বইটি যদি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগে অর্থাৎ তারা যদি উপকৃত হয়, তবেই আমার এই লেখা সার্থক হয়ে উঠবে।

ড. সান্ত্বনা চক্রবর্তী
বাংলা বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : ছন্দ ও ছন্দের উপকরণ ৯ - ৩৯

ছন্দ - সংজ্ঞা, বিশ্লেষণ ৯
ছন্দের উপকরণ ১০

১. ধ্বনি — বর্ণ ১১, শব্দ ১১, ধ্বনির শ্রেণি — স্বর, ব্যঞ্জন ১১
২. অক্ষর বা দল, অক্ষরের শ্রেণি—স্বরান্ত ১৩, ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত ১৪, মুক্ত, রুদ্ধ ১৫, শব্দের অক্ষর নির্ণয় ১৬, অক্ষর বা দলের গুরুত্ব ১৭
৩. মাত্রা বা কলা, শ্রেণি - এক মাত্রা, দু'মাত্রা ১৭, মাত্রার চিহ্ন, অক্ষরের মাত্রা নির্ণয় ১৮, মাত্রা সম্পর্কে সূত্র—মাত্রার গুরুত্ব ১৯
৪. ছেদ বা অর্ধযতি ২১, ছেদের প্রকারভেদ - হ্রস্ব-ছেদ, মধ্যছেদ, পূর্ণছেদ, যতি বা ছন্দযতি ২২, যতির প্রকারভেদ — হ্রস্বযতি ২৩, পূর্ণযতি ২৪, ছেদ ও যতির সম্পর্ক ও পার্থক্য ২৪
৫. পর্ব ২৬, পর্বাঙ্গ, পর্বের শ্রেণিবিভাগ ২৭ — পূর্ণপর্ব, প্রান্তিক পর্ব, অতিপর্ব ২৮, পর্বের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ২৮, পর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, পদ ২৯, চরণ ৩০, পঙ্‌ক্তি বা ছত্র ৩১, স্তবক ৩২, স্তবকের বৈশিষ্ট্য ৩২, পর্ব—পদ—চরণ—পঙ্‌ক্তির মধ্যে পার্থক্য ৩৩
৬. লয়, লয়ের প্রকারভেদ — ধীর, দ্রুত, মধ্যম বা বিলম্বিত ৩৩
৭. মিল, মিলের প্রকারভেদ, পর্বান্তিক মিল ৩৫, পদান্তিক মিল ৩৬, চরণান্তিক মিল ৩৭, মিলের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মিল (পাদটীকা)৩৮
৮. শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর বা বল ৩৮, শ্বাসাঘাতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছন্দের রীতি ও প্রকৃতি ৪০ - ৫১

১. স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলমাত্রিক ছন্দ - বিভিন্ন নাম, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ও উদাহরণ ৪০
২. মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান বা সরল কলামাত্রিক ছন্দ - বিভিন্ন নাম, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ও উদাহরণ ৪৩ মাত্রাবৃত্তের প্রকারভেদ ৪৬, প্রত্ন বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ৪৬, নব্য বা আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ৪৬, দু'প্রকার মাত্রাবৃত্তের সম্পর্ক ও পার্থক্য ৪৬, প্রাচীন বা প্রত্ন মাত্রাবৃত্তের নমুনা ৪৭
৩. অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান বা মিশ্রবৃত্ত ৪৭, কলামাত্রিক ছন্দ - বিভিন্ন নাম, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ও উদাহরণ ৪৮
☐ বাংলা ছন্দের তিন রীতির মধ্যে পার্থক্য : তাদের চেনার উপায় ৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায় : ছন্দোবন্ধ : ছন্দের আকৃতি ৫২- ৭৫

'ছন্দোবন্ধ' (ছন্দঃ + বন্ধ) বা বন্ধ ৫২

(এক) প্রাচীন বাংলা ছন্দোবন্ধ : ৫২

১. একপদী ৫২, ২. দ্বিপদী ৫৩, ৩. ত্রিপদী ৫৩, ৪. চৌপদী ৫৫, ৫. (ক) একাবলী, (খ) দীর্ঘ একাবলী ৫৬, ৬. (ক) পয়ার ৫৬, (খ) প্রবহমান — পয়ার, এ দুয়ের সম্পর্ক ও পার্থক্য, প্রবহমান পয়ারের শ্রেণি ৫৭

৭. (ক) মহা-পয়ার ৫৮, পয়ার ও মহাপয়ার সাদৃশ্য ৫৮
(খ) প্রবহমান মহাপয়ার ৫৯, মহাপয়ার ও প্রবহমান মহাপয়ার — সাদৃশ্য ও পার্থক্য ৫৯

৮. তরল পয়ার ৬০, ৯. মালঝাঁপ ৬০, ১০. লাচাড়ি ৬০, ১১. ধামালি ৬২

(দুই) আধুনিক কালের ছন্দ-বন্ধ : ৬৩

১. অমিত্রাক্ষর ছন্দ — সংজ্ঞা, প্রাচীন পয়ার ও অমিত্রাক্ষর বৈশিষ্ট্য ৬৩, মধুসূদন পরবর্তী অমিত্রাক্ষর — রবীন্দ্রকাব্যে ৬৬

২. মুক্তক বা মুক্তবন্ধ — সংজ্ঞা ৬৬, বৈশিষ্ট্য ৬৮

৩. গদ্যকবিতার ছন্দ সংজ্ঞা ৬৯, বৈশিষ্ট্য ৭০

৪. সনেট বা চতুর্দশপদী — সংজ্ঞা ৭২, বৈশিষ্ট্য ৭৩, প্রকারভেদ - পেত্রার্কীয় ৭৪, শেকসপিরীয় ৭৪, ফরাসি ৭৫, প্রসারিত চরণের সনেট ৭৫

চতুর্থ অধ্যায় : ছন্দ-লিপিকরণ ৭৬ - ১২৮

১. ছন্দ-লিপি (ছন্দোলিপি) বা ছন্দ বিশ্লেষণ কী ৭৬

২. কবিতার উপকরণ কী কী ৭৬

৩. ছন্দ-লিপির উদ্দেশ্য ৭৬

৪. ছন্দ-লিপি কী করে করা হয় (কী কী জিনিস কীভাবে বিশ্লেষণ করা হয়) ৭৭

৫. স্মরণীয় ৭৭

ছন্দ-লিপিকরণ : ৭৯

(এক) স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতাংশ ৭৯

(দুই) মাত্রাবৃত্ত -(ক) আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাংশ ৯০
মাত্রাবৃত্ত -(খ) প্রত্ন বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাংশ ৯৭

(তিন) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতাংশ ১০৭
একই কবিতাংশ : বিভিন্ন রূপ ও রীতি ১২১
ছন্দ সংকেত : বিচিত্র কবিতাংশ ১২৩

একনজরে বাংলা ছন্দ ১২৯-১৭০

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিলেবাস ১৭১-১৭২

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন : উত্তর সংকেত ১৭৩-২৮০

প্রথম অধ্যায়

ছন্দ ও ছন্দের উপকরণ

'মানুষের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধ হতে, নিয়ে তারে যাবে বহুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।'

— রবীন্দ্রনাথ

ছন্দ (Metre)

'ছন্দ' হল শ্রুতিমধুর শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা কানে জাগায় ধ্বনি-সুষমা, চিত্তে জাগায় রস।

পদ্য রচনার বিশেষ রীতি ছন্দ। তা কাব্যের প্রধান বাহন। গদ্যেও ছন্দ থাকতে পারে। তবে পদ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ। ছন্দ মানুষের কথার ওপর সৃষ্ট। তা কানে শোনার বিষয়। তা কবির সৃষ্টি। তা কথার শিল্প। তা ধ্বনির সৌন্দর্য। ছন্দ তাই 'শিল্পীত বাক্‌রীতি'।

আমরা প্রতিদিন যে কথা বলি, তা ভেবেচিন্তে সাজিয়ে গুছিয়ে বলি না। যে কোনো শব্দ যেমন খুশি ব্যবহার করি। সেজন্য কোনো নিয়ম বা আদর্শ মানতে হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য—শ্রোতাকে যে-কোনো-প্রকারে বক্তব্যটি বোঝাতে হবে। যেমন, একটি সাংসারিক কথাবার্তা :

> 'রাগ করো না। তোমার পায়ে পড়ি। কি করলে টাকা আসবে? তুমিই উপায় বলো। সোনাদানায় ঘর ভর্তি করে দেবো।'

দারিদ্র্যের জীবনে স্ত্রীকে কথাটা বলেছে তার স্বামী। মুখে যা এসেছে, তাই সে বলেছে। চমৎকার করে বলতে, সে কিছু কায়দা করে নি। শব্দগুলিকেও কোনো নিয়মে আনতে হয় নি। মিষ্টিমধুর শব্দও সে খোঁজে নি। কিন্তু এই কথাটাই যখন কবি প্রকাশ করলেন :

'ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায়
কি করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রূপায়, বুদ্ধি জোগাও তুমি।' — রবীন্দ্রনাথ

তখন এই শব্দগুলিই হয়ে উঠল শ্রুতিমধুর, সেগুলিকে তিনি সাজালেন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে। শব্দগুলি ক্রমশ বেগ ও বিরতি নিয়ে যেন ছুট্‌ল-থাম্‌ল - শব্দের তরঙ্গ সৃষ্টি হল। তখন স্বামীর এলোমেলো কথাই হয়ে উঠল এক চমৎকার 'শিল্প'- 'বাণীশিল্প'-'ধ্বনিশিল্প'। তখন কথাটা হল শোনার মতো — কানে লাগার মতো। আর সেই শিল্প থেকেই সৃষ্টি হল রস — তখন শ্রোতার বুঝতে ভালো লাগল বক্তব্যবিষয়টি। এই হল ছন্দ। তাই

বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের 'শুষ্কং কাষ্ঠং অগ্রে তিষ্ঠতি' -- ছন্দ হয়নি, হয়েছিল সভাকবি কালিদাসের 'নীরস স্তরুবরো পুরতে ভাতি' কথাটিতে –

রসের কথা ছেড়ে দিলেও ছন্দোবদ্ধ কাব্য পড়তে সকলেরই ভালো লাগে। যেমন–

'হা-ট্টিমা টিম্ টিম্,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম্,
তাদের মাথায় দুটো শিং,
তারা হা-ট্টিমা টিম্ টিম্।'

— সুকুমার রায়

এ এক আবোল-তাবোল পদ্য। কিন্তু এর ছন্দের দোলা সব পাঠক-মনকে দুলিয়ে দেয়। সুতরাং ছন্দে থাকবে –

১. শ্রুতিমধুর শব্দ।

২. শব্দ সাজানোর কৌশল। অর্থাৎ সেগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রমশ বেগ ও বিরতি নিয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলবে।

৩. যা শোনামাত্রই কানে জাগবে ধ্বনি-কল্লোল এবং

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্তে জাগবে রস।

ছন্দের গুরুত্ব তাই সব কালে সব দেশে সব পাঠকের কাছে। ছন্দ সাধারণ ভাষাকে সরল ও শ্রুতিমধুর করে, ফলে রচনা শ্রুতিনন্দন হয়। তা ভাবকে প্রাণময়, বেগবান ও ব্যঞ্জনাধর্মী করে, ফলে রচনা চিত্তরঞ্জক হয়। ছন্দ থাকে বলেই কোনো কবিতা আমরা বহুকাল, এমনকী চিরকাল মুখস্থ রাখতে পারি। ছন্দ মনে রসের সঞ্চার করে, তাই ছন্দোময় কাব্য পাঠ করে আমরা আনন্দ পাই।

ছন্দের উপকরণ

সব জিনিসের মতোই কাব্যের ছন্দও নানা উপকরণ বা উপাদানে সৃষ্ট। সেগুলি হল –

১. ধ্বনি (বর্ণ, শব্দ)।
২. অক্ষর বা দল।
৩. মাত্রা বা কলা।
৪. ছেদ (অর্থ-যতি) ও যতি (ছন্দ-যতি)।
৫. পর্ব-পদ-চরণ-পঙ্‌ক্তি-স্তবক।
৬. লয়।
৭. মিল।

এ ছাড়া কোনো ছন্দ-রীতির বিশেষ উপাদান শ্বাসাঘাত, কারো বা শোষণশক্তি।

১. ধ্বনি (বর্ণ, শব্দ)

ধ্বনি (Sound):

মানুষের ইচ্ছায়, তার গলা থেকে নিঃসৃত স্বর, বায়ুস্তরে শোনার মতো যে স্পন্দন তোলে, তাকে বলে 'ধ্বনি'। যেমন – অ, আ, ই, উ, এ, ঔ, ক, গ, শ – এদের উচ্চারণটুকু। কথা বলা বা গান করার সময় আমাদের গলা থেকে স্বর বের হয়। তা বেরিয়ে বায়ুতে আঘাত করে। তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা-ই 'ধ্বনি'। ধ্বনি আমরা কানে শুনি, চোখে দেখি না। অবশ্যই ভাষা ও ছন্দ-বিজ্ঞানে পশুপাখির ডাক বা পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিকে 'ধ্বনি' বলে না। সেখানে একমাত্র মানুষের কণ্ঠজাত ধ্বনিই 'ধ্বনি'। সুতরাং 'ধ্বনি' হল মানুষের কণ্ঠজাত, মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট, মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য। তার রূপ নেই, প্রতীক নেই।

বর্ণ (Letter) :

'ধ্বনি'র প্রতীক হল 'বর্ণ'। অর্থাৎ 'বর্ণ' হল শ্রুতিগ্রাহ্য-রূপহীন-ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র বা প্রতীক। ধ্বনির এমনিতে কোনো অবয়ব বা ছবি নেই। কিন্তু তাকেই ছবিতে রূপ দিলে তা হবে 'বর্ণ'। যেমন -- অ, আ, ই, উ, এ, ঔ, ক, গ, শ – এই বর্ণগুলো হল কণ্ঠোচ্চারিত কতগুলো ধ্বনির লিখিত রূপ। সুতরাং কানে শুনলে যা হয় ধ্বনি, চোখে দেখলে তা-ই হয় 'বর্ণ'।[১]

শব্দ (Word) :

'শব্দ' হল অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। যেমন – 'ব', 'ই' দুটি ধ্বনি। এরা মিলিত হলে দাঁড়ায় 'বই'। 'বই' অর্থে পুস্তক। সুতরাং 'বই' একটি শব্দ, যা দুটি ধ্বনির সাহায্যে গঠিত। আবার 'ও' একটি ধ্বনি। যদি বলি, 'রাম ও শ্যাম', তখন 'ও'-র অর্থ হয় 'এবং' (and); সুতরাং 'ও' একটি শব্দ। কিন্তু অর্থ না-হলে কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি শব্দ হবে না। যেমন – 'ই', 'ব' ধ্বনি দুটি মিলিত হলে হবে 'ইব', কিন্তু বাংলায় 'ইব'-র কোনো অর্থ হয় না। সুতরাং 'ইব' বাংলায় শব্দ নয়। তাই কানে শুনলে যা হয় ধ্বনি, চোখে দেখলে তাই-ই হয় বর্ণ, আর তার কোনো অর্থ হলেই তা হবে শব্দ।

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ধ্বনি দু-রকমের - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

ক. স্বরধ্বনি : যে ধ্বনি মানুষের গলা থেকে স্বাভাবিকভাবে, সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তা স্বরধ্বনি (Vowel)। বাংলাভাষায় স্বরধ্বনি ১২টি – অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ। এদের মধ্যে হ্রস্ব-'ই' ঔ দীর্ঘ-'ঈ', হ্রস্ব-'উ' ও দীর্ঘ-'ঊ'-র উচ্চারণে পার্থক্য দেখানো কঠিন এবং ঌ-র ব্যবহার নেই।

---

[১] প্রত্যেক ভাষারই কিছু কিছু বর্ণ আছে। এদের সমষ্টিকে বলে 'বর্ণমালা' (Alphabet) বাংলাভাষার বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫২ টি – স্বরবর্ণ ১২, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০।

স্বরধ্বনি দু-প্রকারের - মৌলিক ও যৌগিক।

(i) **যে স্বরধ্বনি একক ও অবিভাজ্য, তা মৌলিক স্বরধ্বনি।** যেমন – অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ও – মোট এই ৯টি।

(ii) **যে স্বরধ্বনি একাধিক স্বরধ্বনির মিলিত রূপ, তা যৌগিক স্বরধ্বনি।** যেমন – ঐ, ঔ। ঐ = (অ + ই), ঔ = (অ + উ) – এ দুটি সকলেরই জানা শোনা। আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫টি যৌগিক স্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন - অয়, অয়া, অই, অউ, অও; আয়, আই, আউ, আও, অ্যাও, ইয়, ইয়া, ইয়ে, ইউ; উয়, উয়া, উয়ে, উই; এয়, এয়া, এই, এও, ওয়, ওয়া, ওই।[১]

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে ধ্বনি বাক্‌যন্ত্রে বাধা পেয়ে স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তা 'ব্যঞ্জনধ্বনি' (Consonant)। বাংলাভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ৪০টি – ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ँ। এদের মধ্যে তালব্য-'শ', মূর্ধন্য-'ষ' ও দন্ত-'স' এর উচ্চারণে পার্থক্য দেখানো কঠিন এবং ৎ ং ঃ ँ – এদের ব্যবহার অন্য ধ্বনির মতো পৃথক নয়, কোনো-না-কোনো ধ্বনির সঙ্গে বিশেষ নিয়মে যুক্ত (যেমন – বৎস, কংস, নিঃস্ব, চাঁদ শব্দে লক্ষণীয়)।

ব্যঞ্জনধ্বনিও দু-রকমের – মৌলিক ও যৌগিক।

(i) **যে ব্যঞ্জনধ্বনি শুধু স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি।** যেমন - ক্ খ্ গ্ ঘ্ স্ হ্ প্রভৃতি।

(ii) **যে ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তা যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি।** যেমন – ক্র (= ক্ + র্ + অ), ক্ব (= ক্ + ব্ + অ), জ্ঞ (= জ্ + ঞ্ + অ), ঞ্জ (= ঞ্ + জ্ + অ), ঞ্চ (= ঞ্ + চ্ + অ), ক্ষ (= ক্ + ষ + অ), ক্ষ্ম (= ক্ + ষ্ + ম্ + অ), ল্ল (= ল্ + ল্ + অ) প্রভৃতি।

১নং ছক : ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

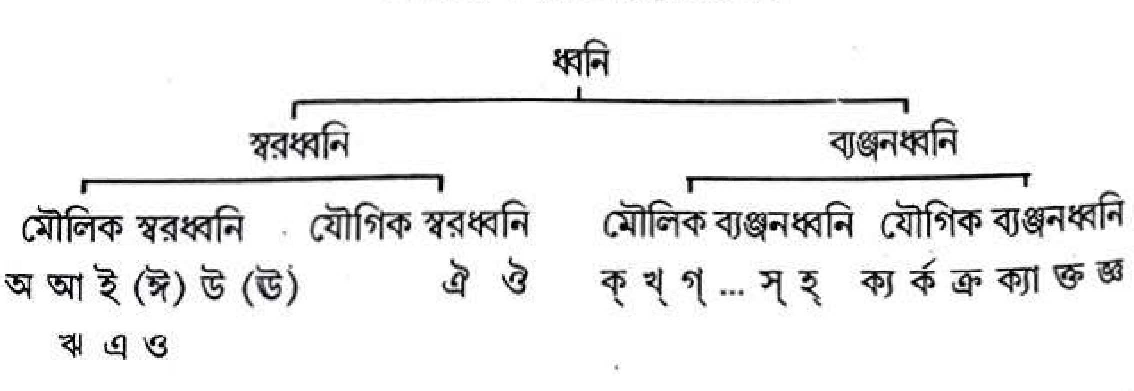
ধ্বনি
স্বরধ্বনি
ব্যঞ্জনধ্বনি
মৌলিক স্বরধ্বনি
যৌগিক স্বরধ্বনি
মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি
যৌগিক ব্যঞ্জনধ্বনি
অ আ ই (ঈ) উ (ঊ) ঋ এ ও
ঐ ঔ
ক্ খ্ গ্ ... স্ হ্
ক্য র্ক ক্র ক্যা ক্ত জ্ঞ

---

[১] সরল ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ।

২. অক্ষর বা দল (Syllable)

উচ্চারণ-সাধ্য ক্ষুদ্রতম ধ্বনির নাম ‘অক্ষর’ বা ‘দল’। একটি শব্দের যতটুকু ধ্বনি এক্‌বারে বা এক্‌ঝোঁকে উচ্চারিত হয়, তা-ই হল অক্ষর। অক্ষর হল শব্দের পরমাণু।

যেমন – ‘সুমন্ত’ একটি শব্দ। এটি উচ্চারণ করছি সু - মন্ - ত তিনবারে বা তিন ঝোঁকে। এর থেকে আর কম উচ্চারণ করা যায় না। সুতরাং ‘সুমন্ত’ শব্দে অক্ষর আছে তিনটি - সু - মন্ - ত। তেমনি –

শব্দ	**উচ্চারণ(ঝোঁক)**	**অক্ষর**	**শব্দ**	**উচ্চারণ(ঝোঁক)**	**অক্ষর**
মা ১	১ মা	১	স্ত্রী ১	১ স্ত্রী	১
মামা ১	২ মা. মা	২	ক্রিয়া ১	২ ক্রি. য়া	২
মামার ১	২ মা. মার	২	অক্ষর ১	২ অক্. খর	২
মামারা ১	৩ মা. মা. রা	৩	ছাত্র ১	২ ছাত. ত্র	২

পড়বার নিয়ম : ১ম লাইন = ‘মা’ – ১টি শব্দ। শব্দটি উচ্চারণ করছি ১ ঝোঁকে - মা – সুতরাং ‘মা’ শব্দে অক্ষর আছে ১টি।

অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ

(এক) অক্ষরের অন্ত্যস্থিত ধ্বনির বিচারে অক্ষর দু'রকম – স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত।

১. স্বরান্ত অক্ষর : যে অক্ষরের অন্ত্য বা শেষাংশে স্বরধ্বনি থাকে, বা যা একক স্বরধ্বনি, তাকে বলে ‘স্বরান্ত’ অক্ষর। যেমন– ‘মুনি’ শব্দে দুটি অক্ষর – মু, নি। ‘মু’-র শেষে ‘উ’ স্বরধ্বনি এবং ‘নি’-র শেষে ‘ই’ স্বরধ্বনি আছে। সুতরাং ‘মু’, ‘নি’ অক্ষর দুটি স্বরান্ত। ‘ঐ আসে’ বাক্যের ‘ঐ’ একটি অক্ষর, ‘ঐ’ একক স্বরধ্বনি। সুতরাং ‘ঐ’ স্বরান্ত অক্ষর। ‘আসে’ শব্দের ‘আ’ একক স্বরধ্বনি, ‘সে’-র শেষে আছে ‘এ’ স্বরধ্বনি। তাই ‘আ’, ও ‘সে’ দুটি স্বরান্ত অক্ষর।

স্বরান্ত অক্ষর দু-শ্রেণির – মৌলিক বা হ্রস্ব স্বরান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত।

ক. যে অক্ষরের শেষে মৌলিক বা হ্রস্বস্বর থাকে, বা যে অক্ষর একক মৌলিক স্বর, তা ‘মৌলিক স্বরান্ত’ বা ‘হ্রস্ব স্বরান্ত’ অক্ষর। যেমন – ‘একাকী’ শব্দে অক্ষর আছে তিনটি – এ. কা. কী। ‘এ’ – মৌলিক বা হ্রস্বস্বর, ‘কা’-র শেষে ‘আ’ ও ‘কী’-র শেষে ‘ঈ’ মৌলিক স্বর। সুতরাং অক্ষর তিনটি মৌলিক বা হ্রস্ব স্বরান্ত। তেমনি –

শব্দ	**অক্ষর (বন্ধনীতে শেষাংশের মৌলিক স্বর)**	**সিদ্ধান্ত**
আমি ১	২ আ (একক মৌলিক স্বর), মি (ই)	২ মৌলিক স্বরান্ত
বসে ১	২ ব (অ), সে (এ)	২ ” ”
প্রেরণা ১	৩ প্রে (এ), র(অ), ণা (আ)	৩ ” ”
কূলে ১	২ কূ (ঊ), লে (এ)	২ ” ”